দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

24

অস্তিত্বের লড়াই

ইউসুফ শরীফ

দেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পেতে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নাগরিক শিক্ষার বিস্তার দ্রুত এবং সর্বাধিক সুফল বয়ে আনতে পারে। যে ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে, নাগরিক শিক্ষা তাকেও ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে এবং তার উৎপাদনমুখী সৃষ্টিশীলতা দিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধি আনয়নে অবদান রাখতে পারে।

সর্বোপরি, নাগরিক শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারলে সমাজকে দুর্নীতি, বিশৃংখলা, অপচয় ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার সৈনিক সৃষ্টি করাও সম্ভব হবে।

একজন ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যাই হোক না কেন, সে যদি ব্যক্তির সাথে সমাজের, সমাজের সাথে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির এবং জনগণের সাথে সরকারের, সরকারের সাথে জনগণের এবং রাষ্ট্রের সাথে সরকারের, সরকারের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত থাকে; তাহলে সামাজিক মানুষ হিসেবে, রাষ্ট্রে সুনাগরিক হিসেবে স্বীয় অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি দায়িত্ব পালনের কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে। একটি উন্নয়নগামী রাষ্ট্রের জন্য, একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য একজন নাগরিকের এই সচেতনতা, এই কর্মতৎপরতায় কোনো বিকল্প নেই।

এ কারণেই, যেসব দেশ দ্রুত জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের পথে এগোতে চায়— সেসব দেশকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সমানতালে নাগরিক শিক্ষার প্রসার ঘটাবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। নাগরিক শিক্ষা খুব দ্রুত ঔপনিবেশিক বা স্বৈরাচারী আমলের মানসিকতার মূলোচ্ছেদ করে নাগরিকদের মধ্যে যে মৌলিক মানবিক শক্তি রয়েছে— তাকে জাগিয়ে দেয়। মানুষের মধ্যকার এই শক্তির জাগরণ ছাড়া কোনো দেশে গণতন্ত্রও যথাথভাবে কাজ করতে পারে না।

দেশে আজ গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সময় আসছে। সরকার ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাজেটে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সাথে নাগরিক শিক্ষার একটি প্রকল্প চালু করা যায় কি-না তা-ও সরকার ভেবে দেখবেন বলে আমরা আশা করি।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নাগরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অথচ, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ দু'য়ের কোনটাই আশাব্যঞ্জক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারছে না। বিশেষ করে, যেসব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও ছিল কোনো না কোনো ইউরোপীয় শক্তির ঔপনিবেশ— সেসব দেশ এখনও কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকারভাবে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারছে না। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসন এসব দেশে এমন কিছু বিধি-ব্যবস্থার শিকড় গেড়ে দিয়ে গেছে— যা আজও উৎপাটন করা সম্ভব হচ্ছে না।

সবচেয়ে জটিল এবং সক্রিয় বিষয় হল, প্রশাসন। ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর অনিবার্যভাবে যে রাজনৈতিক বিশৃংখলার শিকার হতে হয়েছে এসব দেশকে— তাতে ঔপনিবেশিকমুখী প্রশাসনকে গণমুখী প্রশাসনে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। দ্বিতীয় বিষয়টি হল শিক্ষা। ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষার যে প্যাটার্ন, শিক্ষার যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য— তার আমূল পরিবর্তনই ছিল গণমুখী শিক্ষা বিস্তারের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, শিক্ষার প্যাটার্ন ও শিক্ষার লক্ষ্য কোনটারই যথার্থ অর্থে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এটি ঘটানোর মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সৃষ্টি সম্ভব হয়নি প্রধানতঃ রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন।

এই অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বের এসব